বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৪০/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৪০/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
০১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়- ০১	
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩-০৪
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	৭
	অধ্যায়-০২	
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-৪৮
	দ্বিতীয় অংশ	
০৭	পরিশিষ্ট	৫১-৫৩

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৪টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১৭/১০/২০২১ বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-০১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের "শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে ১৬/১১/২০০৯ খ্রি.তারিখে শতভাগ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি) হিসেবে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) ''কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮নং আইন)"এর আওতায় ১৬ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রি. তারিখে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয় এবং ব্যাংক পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ১৯ নভেম্বর,২০০৯ খ্রি. তারিখে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিডিবিএল এর মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রি.তারিখে সম্পাদিত Vendors Agreement মোতাবেক বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের সকল সম্পদ-দায় বিডিবিএল এর নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং ০৩ জানুয়ারি, ২০১০ খ্রি. তারিখে ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদসংখ্যা
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
২	উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০২
৩	মহাব্যবস্থাপক	১২
৪	উপ-মহাব্যবস্থাপক	৪৪
৫	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৬৯
৬	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	১০৮
৭	প্রিন্সিপাল অফিসার	২৪৩
৮	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৩২১
৯	অফিসার ও সমমান	২৯২
১০	স্টাফ	৩১১
	মোট	১৪০৩

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

- দেশের অন্যতম প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), অবকাঠামো, ইউটিলিটি, পরিবহন, যোগাযোগ এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পসহ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান;
- আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
- দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ইউনিটসমূহের ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত "শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা" সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্প ঋণ;
- প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ;
- সিসি (হাইপো);
- সিসি (প্লেজ);
- ঋণপত্র (Letter of Credit);
- Loan Against Trust Receipt (LTR);
- ঋণ পুনঃতফসিলকরণ;
- ঋণের সুদ মওকুফ ।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

অডিটের বিষয়বস্তু :

শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল :

উপর্যুক্ত বিষয়ে অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয় যাচাই করা, ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান, সরকারি অন্যান্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করে ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে :

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষাকার্য নিয়মিত তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল:

১৪/০৯/২০২০ খ্রি.হতে ১৫/১০/২০২০ খ্রি.পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের "শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৪টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৩২,৯৯,৫১,০৩০ (একশত বত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ) টাকা মাত্র । এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সহজামানত ঘাটতি রেখে এবং অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি;
- অপর্যাপ্ত সহজামানতের বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ নবায়ন;
- প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ;
- ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ;
- ঋণ নীতিমালা-২০১৮ এর লঙ্ঘন;
- বিআরপিডি সার্কুলার এর লঙ্ঘন;
- অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর লঙ্ঘন;
- ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর লঙ্ঘন ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ
CC (Hypo)	Cash Credit (Hypothecation)
CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)
CL	Classification of Loan
DF	Doubtful
BL	Bad / Loss
N. I. Act, 1881	Negotiable Instrument Act 1881
BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion
CIB	Credit Information Bureau
PCR	Project Completion Report
MoU	Memorandum of Understanding
BRPD	Banking Regulation and Policy Department
LTR	Loan against Trust Receipt
SME	Small and Medium Enterprises
IDCP	Interest During Construction Period

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ	-
২	সহজামানত অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের অর্থ আদায়ে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করায় অনাদায়ি	১২,৭৪,৭৩,০০০
৩	মঞ্জুরিপত্রের শর্তভঙ্গ করে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ এবং অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করায় ঋণের অর্থ অনাদায়ি	৪,৫৫,৪৬,৪৭৩
৪	সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন এবং ঋণ নীতিমালা ও শর্তের পরিপন্থিভাবে নবায়ন ও বিতরণকৃত ঋণের টাকা অনাদায়ি	১,৯৯,৪৪,২৫২
৫	ঋণ অপেক্ষা সহজামানতের মূল্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও ঋণ খেলাপিকে বার বার সময়বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করায় ঋণের টাকা অনাদায়ি	৪,০৬,৯৮,২৮৭
৬	অনিয়মিতভাবে চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ বিতরণ, জামানত ঘাটতিকৃত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় টাকা অনাদায়ি	৫০,৬৪,৭৪,০০০
৭	মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়া সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অনাদায়ি	৮,৪৩,৬০,৩০১
৮	ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অপর্যাপ্ত সহজামানত নিয়ে নবায়নকৃত ঋণের টাকা অনাদায়ি	১,০৩,৫৫,২৮১
৯	সহজামানত অতিমূল্যায়ন ও অবমুক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ঋণের কিস্তি আদায়ে শর্ত পরিপালন না করায় অনাদায়ি	২,০২,৭৩,৩৭৮
১০	সহজামানত অতিমূল্যায়ন, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে মামলা না করায় বন্ধ প্রতিষ্ঠানের টাকা অনাদায়ি	২,৬৭,৭৯,৮১৫
১১	মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত ঋণ বিতরণ ও নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ঋণের টাকা অনাদায়ি	১,০৫,৮১,২৪৫
১২	নিয়মবহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ, প্রকল্প উৎপাদনে না থাকা ও গ্রাহক চলতি মূলধন গ্রহণের সময়ে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা বিশেষ পুনঃতফসিলকরণ	৩১,৩১,১৫৪
১৩	সহজামানত অতিমূল্যায়ন, খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং অবসায়নের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায়ে ব্যর্থতায় অনাদায়ি	১,৩৬,১৫,২৬০
১৪	ভুয়া Memorandum of Understanding (MoU) এর বিপরীতে Loan Against Trust Receipts (এলটিআর) সুবিধার আওতায় প্রদত্ত অর্থ আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৪২,০৭,১৮,৫৮৪
	মোট	**১৩২,৯৯,৫১,০৩০**

(কথায় : একশত বত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ টাকা)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনামঃ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর "শিল্প ঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মোট ৪৬টি শাখার মধ্য হতে ১১টি শাখা বাছাইপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্য হতে ২০টি প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে গমনপূর্বক বাস্তব যাচাই এবং নথি পর্যালোচনা ১৫/০৯/২০২০ খ্রি.হতে ১৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। ব্যাংকের এমআইএস ডিভিশন হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৪৬টি শাখার মাধ্যমে ১৮৯৮টি প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৫৯২,১৭,০০,০০০ (পাঁচশত বিরানব্বই কোটি সতেরো লক্ষ) টাকা। শিল্প ঋণসহ মোট ঋণের পরিমাণ ১৯৯৮,৩৯,০০,০০০ (এক হাজার নয়শত আটানব্বই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) টাকা। অর্থাৎ মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণ রয়েছে মাত্র ২৯.৬৩%। বাছাইকৃত ১১টি শাখার মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত ৭২৬টি ঋণের মধ্য হতে নমুনা ভিত্তিক ১২৭টি ঋণ নথি যাচাই করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯২,৯৫,৫৩,৯৮৫ (একশত বিরানব্বই কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার নয়শত পঁচাশি) টাকা এবং উক্ত ঋণসমূহে জড়িত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মোট শিল্প ঋণের ৩২.৫৮%। উল্লেখ্য , ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ সরাসরি নতুন প্রকল্প স্থাপনের তুলনায় প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পসমূহ বিএমআরইকরণের জন্য মেয়াদি ঋণ ও প্রকল্প চালু রাখার জন্য চলতি মূলধন হিসেবে বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত ১২৭টি ঋণের বিপরীতে বর্তমানে ৫১টি প্রকল্প বন্ধ, ৪০টি প্রকল্প আংশিক চালু এবং ৩৬টি প্রকল্প চালু রয়েছে। বন্ধ, আংশিক চালু ও চালু প্রকল্পসমূহে মাঠ পর্যায়ে বাস্তব যাচাইকালে প্রাপ্ত হালনাগাদ চিত্র/তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বন্ধ প্রকল্প সংক্রান্তঃ

মোট ১২৭টি ঋণের মধ্যে বর্তমানে বন্ধ প্রকল্প রয়েছে ৫১টি এবং বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ ৫২,৪৮,৮১,৪৭৭ (বায়ান্ন কোটি আট চল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার চারশত সাতাত্তর) এবং উক্ত ঋণে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ৯৭,৫৯,২২,৭৯১ (সাতানব্বই কোটি উনষাট লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত একানব্বই), যা বন্ধ প্রকল্পে মোট বিনিয়োগকৃত শিল্প ঋণের ১৮৫.৯৩%। বিতরণকৃত টাকা থেকে সুদসহ আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। এ ঋণগুলো আদায়ে ব্যাংক তৎপর নয় এবং উক্ত ঋণসমূহ ব্যাংক কর্তৃক মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত। নিম্নে কয়েকটি প্রকল্পের স্থিরচিত্র তুলে ধরা হলো:

(১) গাজী রাইস মিল, রাজশাহী ।

চিত্র-১.১ ও চিত্র-১.২ : প্রকল্পে কোন যন্ত্রপাতিই নেই। প্রকল্পে চাতালের জন্য ব্যবহৃত পেডি হাউস, ইটের তৈরী বয়লার ও চিমনি দৃশ্যমান, অটো রাইস মিলের বয়লিং মেশিন বসানোর জন্য ফাউন্ডেশন হিসেবে কয়েকটি পিলার নির্মিত অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্পটি চালু করতে ব্যর্থতা সত্ত্বেও গ্রাহককে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(২) ক্রিসেন্ট রাইস মিল, খুলনা :

চিত্র-২.১ ও চিত্র-২.২ : প্রকল্পটি পরিদর্শনে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) লামিয়া অটো কোকোনাট অয়েল মিল, খুলনা :

চিত্র-৩.১ ও চিত্র-৩.২ : প্রকল্পটি পরিদর্শনে কারখানাটি অচল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রকল্পের তথ্যানুযায়ী স্থাপিত প্রধান মেশিন উক্ত কারখানায় নেই। সামান্য কিছু অকেজো মেশিন, লোহালক্কর/যন্ত্রপাতি মরিচা ধরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

(৪) মিয়া ডেইরী এন্ড পোল্ট্রি ফার্ম, রংপুর :

চিত্র-৪.১ ও চিত্র-৪.২ : প্রকল্পটি পরিদর্শনে ঘরদুটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রকল্পে গরু পালন ও পোল্ট্রি ফার্মের জন্য ঋণ প্রদান করা হলেও কোনো গরু বা মুরগী দেখতে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

(৫) ভাই ভাই ডেইরী ফার্ম, রংপুর :

চিত্র-৫.১ ও চিত্র-৫.২ : প্রকল্পটি পরিদর্শনে দুটি গাভী ও একটি বাছুর দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ডেইরী ফার্মের কোন কার্যকারিতা নেই অর্থাৎ প্রকল্পটি প্রায় বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

আংশিক চালু প্রকল্প সংক্রান্তঃ

আংশিক চালু কিন্তু মন্দ/ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত ঋণের সংখ্যা ৪০টি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৪০,৬০,৭০,৬১২ (চল্লিশ কোটি ষাট লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত বারো) টাকা এবং আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৫০,৭৭,৯৯,১১১ (পঞ্চাশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত এগার) টাকা, যা নিরীক্ষিত মোট বিনিয়োগকৃত শিল্প ঋণের ১২৫%। আংশিক চালু প্রকল্প থেকে ঋণের কিছু টাকা আদায় হলেও এ খাতে মন্দ/ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ঋণের সংখ্যা ২৯টি, যেখান থেকে ব্যাংকের আয় নেই। নিম্নে এ ধরণের কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো :

(১) আরেফিন নার্সারী, রংপুর :

চিত্র-১.১ ও চিত্র-১.২ : প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে নার্সারীর জন্য কোনো ছোট চারা গাছ দেখতে পাওয়া যায়নি। মাঝারি ধরণের বিভিন্ন প্রজাতির কিছু গাছ রয়েছে। শুধু মাঠ বা ভিটা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। শাখা হতে প্রতিষ্ঠানটি আংশিক চালু দেখানো হয়েছে ।

(২) মাহাবুবুল ইসলাম ডেইরী ফার্ম, রংপুর :

চিত্র-২.১ ও চিত্র-২.২ : ব্যাংকের বর্ণনা মোতাবেক প্রকল্পে মোট ২০টি বাছুরসহ দুধেল গাভী থাকার কথা। কিন্তু পরিদর্শনে সর্বমোট ০৬টি গাভী পাওয়া যায়, কোন বাছুর পাওয়া যায়নি ।

(৩) এম এম ডেইরী এন্ড ফিসারিজ, রংপুর :

চিত্র-৩.১ ও চিত্র-৩.২ : প্রকল্পটি পরিদর্শনে গ্রাহকের মৎস্য চাষের জন্য তিনটি পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে।

চালু প্রকল্প সংক্রান্তঃ

চালু প্রকল্প ঋণের সংখ্যা ৩৬টি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৯৯,৮৬,০১,৮৯৬ (নিরানব্বই কোটি ছিয়াশি লক্ষ এক হাজার আটশত ছিয়ানব্বই) টাকা। উক্ত ঋণের আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ৯৪,৮৭,৩৯,৬১১ (চুরানব্বই কোটি সাতাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত এগারো), যা নিরীক্ষিত মোট বিনিয়োগকৃত শিল্প ঋণের ৪৬.৭২%। প্রকল্পগুলো চালু হলেও এর মধ্যে ৮টি ঋণ এসএমএ, যা বিশেষ পুনঃতফসিল করা হয়েছে এবং ৭টি ঋণের কিস্তি আদায়যোগ্য। মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংক কর্তৃক মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত। অবশিষ্ট ২১টি ঋণের প্রকল্প সম্পূর্ণ চালু এবং ঋণগুলো নিয়মিত, যার ৭টি মেয়াদি ও ১৪টি চলতি মূলধন ঋণ।

(১) "মাহসালিম ইস্পাত প্রাঃ লিমিটেড", কারওয়ান বাজার শাখার প্রকল্প:

চিত্র-১.১ ও চিত্র-১.২ : প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে চালু অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চালু থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে শাখা কর্তৃপক্ষ শর্ত মোতাবেক টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণটি মন্দ/ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত।

(২) "তাইয়াবা ফুড", আশুগঞ্জ শাখার প্রকল্প :

চিত্র-২.১ ও চিত্র-২.২ : প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু চালু থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে শাখা কর্তৃপক্ষ শর্ত মোতাবেক টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণটি মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত।

(৩) "অনিকা বয়লার এন্ড অটো রাইছ মিল", আশুগঞ্জ শাখার প্রকল্প:

চিত্র-৩.১ ও চিত্র-৩.২ : ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটি চালু দেখালেও বাস্তবে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে তালা মারা অবস্থায় রয়েছে। তবে বেশ কিছু মালামাল দেখতে পাওয়া যায় যা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

(৪) "জেরিনা কম্পোজিট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ", প্রিন্সিপাল শাখার প্রকল্প :

চিত্র-৪.১ ও চিত্র-৪.২ : প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে এবং উৎপাদন অবস্থাও ভালো। প্রতিষ্ঠানটি শাখার জন্য লাভজনক।

(৫) "হাসান জুট এন্ড স্পিনিং", বগুড়া শাখার প্রকল্প :

চিত্র-৫.১ ও চিত্র-৫.২ : প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে এবং উৎপাদন অবস্থাও ভালো। প্রতিষ্ঠানটি শাখার জন্য লাভজনক। তবে, প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ সংক্রান্ত সাইন বোর্ড নেই।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ নীতিমালা-২০১৮ এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার এর লঙ্ঘন।
- অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর লঙ্ঘন।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর লঙ্ঘন।
- পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত মঞ্জুরিপত্রের শর্তসমূহের লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকে ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয় এবং ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের রূপকল্প (Vision) ছিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের শিল্প এবং অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ প্রকল্পগুলোকে সহায়তা করার জন্য দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটি তাদের রূপকল্প বাস্তবায়নে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কারণ, ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামান্য কিছু বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হলেও নতুনভাবে প্রকল্প চালু বা বাস্তবায়িত করার জন্য তেমন কোন বিনিয়োগ করা হয়নি, বরং ছোট বা মাঝারি প্রকল্পে বিএমআরইকরণের জন্য বা প্রকল্পে উৎপাদন সচল রাখার জন্য চলতি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগ করলেও যাচাইকৃত ১২৭টি ঋণের মধ্যে ৫১টি ঋণ প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ৮১টি ঋণ নিরীক্ষাকালীন ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত। মাত্র ২১টি ঋণের প্রকল্প চালু ও ঋণগুলো নিয়মিত। এদের মধ্যে মাত্র ৭টি ঋণ হচ্ছে প্রকল্প ঋণ, যা খুবই সামান্য।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণ আদায়ে ব্যাংকের তৎপরতা বাড়াতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ৪৬ মোতাবেক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, সেসব প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য সময় দীর্ঘায়িত না করে অতিদ্রুত বর্ণিত ধারায় মামলা দায়ের করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- যে সকল প্রকল্প চালু রয়েছে কিন্তু ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত উক্ত ঋণগুলোতে তদারকি জোরদারপূর্বক টাকা আদায় নতুবা উপরোক্ত ধারা মোতাবেক টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনামঃ

সহজামানত অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের অর্থ আদায়ে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করায় ১২,৭৪,৭৩,০০০ (বারো কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি:, খুলনা শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের অর্থ আদায়ে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করায় ১২,৭৪,৭৩,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

ব্যাংকের খুলনা শাখার গ্রাহক ক্রিসেন্ট রাইস মিল এর ঋণের নথি, জামানত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাখার পত্র নং-০৭.১/১০৪৬০; তারিখঃ ১৫/১২/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের এর অনুকূলে ৪,০০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ২২/০১/২০১২ খ্রি.তারিখে ২,০০,০০,০০০ টাকা ও ০৮/০২/২০১২ খ্রি.তারিখে ২,০০,০০,০০০ টাকাসহ মোট ৪,০০,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয় । কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের ৯নং শর্ত মোতাবেক চলতি মূলধন ঋণের সমুদয় ঋণাংক প্রতি বছর সুদসহ প্রথম উত্তোলন/বিতরণের তারিখ হতে একবছরের মধ্যে অর্থাৎ ২১/০১/২০১৩ খ্রি.তারিখের মধ্যে পরিশোধ/ সমন্বয়যোগ্য হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন পযর্ন্ত আদায় ব্যর্থতায় পরিশোধ/সমন্বয় করা হয়নি । ফলে আসল ও সুদসহ ব্যাংকের পাওনা ১২,৭৪,৭৩,০০০ টাকা ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ।

কোম্পানির ঋণ হিসাব অবলোপন এর নিমিত্ত পরিচালনা পর্ষদ সমীপে উপস্থাপনের জন্য ৩০.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে প্রস্তুতকৃত স্মারক হতে দেখা যায় প্রকল্পের বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ১৩/০৮/২০১১ খ্রি.তারিখে মূল্যায়ন করা হয় ৮,৬২,৫০,০০০ টাকা । উক্ত সম্পত্তি ২৩/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখে মূল্যায়ন করা হয় মাত্র ৪,০১,৮১,০০০ টাকা, যা প্রাথমিক মূল্যায়নের চেয়ে ৪,৬০,৬৯,০০০.০০ টাকা কম। প্রায় দীর্ঘ আট বছর পর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পাওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহকের সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

গ্রাহকের নিকট হতে মঞ্জুরিপত্রের ৯নং শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না হওয়ায় ১৯/১১/২০১৩ খ্রি. তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয় ।

উল্লেখ্য, নিরীক্ষা দল কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় । সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন করায় উক্ত জমি বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় সম্ভব নয় ।

গ্রাহকের সামর্থ্য সঠিকভাবে যাচাই না করেই অর্থাৎ বিগত বছরগুলোতে তার উৎপাদন ক্ষমতা ও বিক্রয়ের সঠিক তথ্য বাস্তবে যাচাই না করেই বিপুল পরিমাণ চলতি মূলধন ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয় । ফলে গ্রাহক ঋণ গ্রহণের পর হতে ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। ঋণ প্রদানের পর হতে গ্রাহক মাত্র ২২,৫৫,০০০ টাকা ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করেন এবং জমার সর্বশেষ তারিখ ২৭/১২/২০১২ খ্রি.। বর্তমানে ঋণটির বীমা কভারেজ নেই এবং প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ/পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে ।

উপরোক্ত অনিয়মের কারণে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের পাওনা রয়েছে (লেজারস্থিতি ৪,৫৭,৪১,০০০ + অনারোপিত সুদ ৮,১৭,৩২,০০০) বা ১২,৭৪,৭৩,০০০ টাকা যা ব্যাংক কর্তৃক ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ।

অনিয়মের কারণঃ

১৫/১২/২০১১ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯ এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- উৎপাদন ক্ষমতা ও বিক্রয়ের সঠিক তথ্য যাচাই করে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয় । বর্তমানে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও করোনা ভাইরাসের কারণে আশেপাশের জমি কম মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে । অপরদিকে প্রকল্পের যন্ত্রপাতির মূল্য কমে যাওয়ায় মূল্যায়ন কম হয়েছে । নিয়মিত বীমা কভারেজ নেওয়া হয় । আলোচ্য প্রতিষ্ঠানকে বীমা কভারেজ জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খি. তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে ফলোআপ/পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিস্পত্তিমূলক জবাব আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও করোনা ভাইরাসের কারণে জমি কমমূল্যে বিক্রির কথা বলা হলেও একই শাখার কিছু কিছু ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন বেশি করা হয়েছে । যেমন লাকী কাগজ কলের সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়নের বিষয়ে জবাবে বলা হয়েছে এলাকার উন্নয়নের ফলে দীর্ঘ ০৩ বছরের ব্যবধানে জমির বাজার মূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এ ঋণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে জমির মূল্য হ্রাস পেয়েছে, যা পরস্পর বিরোধী ।এছাড়াও সহজামানত সম্পত্তি ব্যাংকের নির্ধারিত ফরম মোতাবেক মূল্যায়ন না করে অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনামঃ

মঞ্জুরিপত্রের শর্তভঙ্গ করে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ এবং অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করায় ঋণের ৪,৫৫,৪৬,৪৭৩ (চার কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত তিয়াত্তর) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তভঙ্গ করে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ এবং অনিয়মিতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা ঋণের ৪,৫৫,৪৬,৪৭৩ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

রাজশাহী শাখার গ্রাহক মেসার্স গাজী রাইস মিল ও মেসার্স কসিম উদ্দিন এন্টারপ্রাইজ এর ঋণের নথি, সিএল বিবরণী ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাখার পত্র নং-১১.১.২৩.২৯২/২৭৩৪; তারিখঃ ২৬/০৭/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স গাজী রাইস মিল ও মেসার্স কসিম উদ্দিন এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ২,৫০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধন ঋণ এবং পত্র নং-১২.১.২৩.২৯২/২৬১৫; তারিখঃ ১৮/১২/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স গাজী রাইস মিল এর অনুকূলে ৭৫,০০,০০০ টাকা মেয়াদি ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। চলতি মূলধন ঋণটি ১৩/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ৩১/১২/২০১৭ খ্রি. হতে বিএল মানে শ্রেণিকৃত দেখানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত মেয়াদি ঋণটিকে ৩১/১২/২০১৭ খ্রি.তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.তারিখে বিএল মানে শ্রেণিকৃত দেখানো হয়।

১৮/১২/২০১২ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৮ মোতাবেক ঋণের টাকা দিয়ে স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে। কিন্তু গ্রাহক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অনুমোদিত অর্থ দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় না করেই বিল দাখিলের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয় দেখিয়ে ঋণের টাকা উত্তোলন করেন, যা উক্ত শর্তের লঙ্ঘন । ব্যাংক কর্মকর্তাগণ বাস্তব তদারকির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়েই ঋণ বিতরণ করেন। ১৩/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায় উদ্যোক্তার প্রকল্পে নির্মাণাধীন কয়েকটি পিলার ব্যতীত কোন যন্ত্রপাতিই নেই এবং প্রকল্পে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বহুপূর্বেই বিক্রি করে দেয়া হয়েছে । গ্রাহক অটোরাইস মিল করার জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় করেননি। নিরীক্ষা দলের বাস্তব যাচাইয়েও এর সত্যতা পাওয়া যায় (চিত্র-১.১ ও চিত্র-১.২)।

প্রসঙ্গতঃ ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার-৫(১) মোতাবেক যে সমস্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সমস্ত ঋণ সুদ মওকুফসহ দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধের সুবিধা প্রাপ্য। ১৩/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যাংক শাখার পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, গ্রাহককে ২৬/০৮/২০১৮ খ্রি.তারিখ মেয়াদে Renewal for Adjustment সুবিধা প্রদান করে নিয়মিত করা হয় । বিআরপিডি সার্কুলার-১৪, ২০১২ এর ৫(iii) মোতাবেক ঋণটি ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে বিএল মানে শ্রেণিকৃতযোগ্য । কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত সার্কুলার লঙ্ঘন করে চলতি মূলধন ঋণটি ১৩/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ৩১/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে বিএল মানে শ্রেণিকৃত দেখিয়ে সুদ মওকুফসহ দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ।যা বিআরপিডি সার্কুলার-৫(১) এর লঙ্ঘন।

গ্রাহকের নিকট ১০/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট প্রাপ্য (চলতি মূলধন ৩,৮৭,৬৮,৭২২ + দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ৬৭,৭৭,৭৫১) টাকা বা ৪,৫৫,৪৬,৪৭৩ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- ১৮/১২/২০১২ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ০৮ এর লঙ্ঘন।
- ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার-৫(১) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফেব্রিকেশন খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করে মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী সরাসরি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ২৮.৩০ লক্ষ টাকা এবং ফেব্রিকেশন বাবদ ঋণ গ্রহীতাকে ৪৬.৭০ লক্ষ টাকা পুনর্ভরণ দেয়া হয়। ঋণ গ্রহীতা আমদানিকৃত মেশিনারীজ এর পার্ট পেমেন্ট হিসেবে ১৪৮.৩১ লক্ষ টাকা যোগান দিতে না পারায় ব্যাংক ঋণের ৪৮০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়নি । ফলে গ্রাহক প্রকল্পটি চালু করতে সক্ষম হননি । প্রকল্পের অপর ইউনিট এখন চালু আছে ।

  তবে বর্তমানে পুনরায় যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক প্রকল্পটি চালু করার বিষয়ে উদ্যোক্তা চেষ্টা করছেন । ঋণ গ্রহীতার পক্ষে আনুকূল্য প্রদর্শন নয় বরং দীর্ঘদিনের শ্রেণিকৃত ঋণ থেকে ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৬.৯৩ লক্ষ টাকা আদায় করে ব্যাংকের স্বার্থেই ৯% সুদ হারে ১০ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । রাজশাহী থেকে প্রকল্প স্থলের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিঃমিঃ হওয়ায় গ্রাহক সন্তোষজনক লেনদেন করতে না পারলেও ঋণটি নিয়মিত ছিল এবং প্রতিবার নবায়নের সময় ঋণস্থিতি লিমিটের মধ্যেই ছিল। ২৭/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখ থেকে ২৬/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪র্থ বারের জন্য নবায়ন না করে Renewal for Adjustment এর জন্য এক বছর সময় দেয়া হয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব পাওয়া যায় । জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ গ্রাহক প্রকল্পটি চালু করতে না পারলেও তাকে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহক মেশিনারীজ এর পার্ট পেমেন্ট হিসেবে ইক্যুইটির টাকা প্রদান করতে পারেনি। ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদন যাচাইয়ে দেখা যায় গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে প্রকল্প স্থানের বাইরে বাড়ির দালান নির্মাণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনামঃ

সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন এবং ঋণ নীতিমালা ও শর্তের পরিপন্থিভাবে নবায়ন ও বিতরণকৃত ঋণের ১,৯৯,৪৪,২৫২ (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত বায়ান্ন) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, কারওয়ান বাজার শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন এবং ঋণ নীতিমালা ও শর্তের পরিপন্থিভাবে নবায়ন ও বিতরণকৃত ঋণের ১,৯৯,৪৪,২৫২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

কারওয়ান বাজার শাখার গ্রাহক আরিয়ান স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ঋণের নথি, জামানত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, কারওয়ান বাজার শাখার গ্রাহক আরিয়ান স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনুকূলে শাখার পত্র নং-১০.০১/০৩/১৭২/৮৩০-৮৩৩; তারিখঃ ২৩/০২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় ।পরবর্তীতে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার পত্র নং-১৭.০১/০৩/১৭২/২০২০/৫৬৪-৫৬৬; তারিখঃ ০৮/০৭/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে এক বছর মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয় ।

উল্লেখ্য, ঋণের বিপরীতে সহজামানত হিসেবে বন্ধক নেয়া ১৫.০৪ শতাংশ জমির মৌজা রেট অনুযায়ী মূল্য ১,২৫,৩২৮ (প্রতি শতাংশ ৮,৩৩৩ টাকা হারে) টাকা । কিন্তু ব্যাংকের শাখা কর্তৃক ১২/১২/২০১৩ খ্রি.তারিখের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪,৫১,২০,০০০ টাকা, যা মৌজা মূল্যের প্রায় ৩৬০ গুণ । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে ।

মঞ্জুরিপত্রের ১১(গ) নং শর্ত মোতাবেক প্রকল্পের সকল প্রকার ব্যাংকিং লেনদেন বিডিবিএল, কারওয়ান বাজার শাখার মাধ্যমে হতে হবে ।গ্রাহকের ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ০১/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে সর্বশেষ নবায়ন ০৮/০৭/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৩ বছরে মাত্র ৯টি লেনদেন হয়, যার পরিমাণ মাত্র ৪৪,৪৪,৫১৪ টাকা । এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে, গ্রাহকের উক্ত প্রকল্পের যাবতীয় লেনদেন বিডিবিএল, কারওয়ান বাজার শাখার মাধ্যমে হচ্ছে না, যা উক্ত ঋণ মঞ্জুরির ১১(গ) নং শর্তের লঙ্ঘন ।

বিডিবিএল এর ঋণ নীতিমালা-২০১৮ এর ৫.১ ২০(ক) অনুযায়ী ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণ হিসাবে মূল ঋণের ০৩ (তিন) গুণ লেনদেন (Credit turnover) হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে । কিন্তু গ্রাহকের ঋণটি ০৮/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বশেষ (৬ বার) নবায়নের পূর্ববর্তী ১ বছরে ক্রেডিট টার্ণওভার ছিল মূল ঋণের মাত্র ০.০৩ গুণ, যা খুবই সামান্য । তথাপিও ঋণটি নবায়ন করা হয়েছে, যা ঋণ নীতিমালার লঙ্ঘন ।

মঞ্জুরিপত্র নং-১০.০১/০৩/১৭২/৮৩০-৮৩৩; তারিখঃ ২৩/০২/২০১৪ খ্রি. এর শর্ত নং-৮ মোতাবেক ব্যাংকের সাথে দলিলায়নের পূর্বে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, যা দলিলায়নের পূর্বেই করতে হবে । ঋণ মঞ্জুরির সময় কোম্পানির স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ছিল ৯১১.৫১ লক্ষ টাকা । অনুমোদিত মূলধন ছিল ১০ কোটি টাকা । কিন্তু পরিশোধিত মূলধন ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। ঋণ মঞ্জুরিপত্রের উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে অর্থাৎ অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন উন্নীত না করেই শাখা কর্তৃক ২০/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখে ২৭,২৫,০০০ টাকা বিতরণ করা হয় । সহজামানত অতিমূল্যায়ন ও শর্ত লঙ্ঘন করে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৩০/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যাংকের অনাদায়ি ১,৯৯,৪৪,২৫২ টাকা, যা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ ।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ নীতিমালা-২০১৮ এর ৫.১ ২০ (ক) লঙ্ঘন ।
- মঞ্জুরিপত্রের ১১নং শর্তের (গ) লঙ্ঘন ।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৮ এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন পরবর্তীতে উন্নীত করা হয়েছে। সহজামানত তৎকালীন বাজারমূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়েছে। গ্রাহক লেনদেন সন্তোষজনক পর্যায়ে নিবেন মর্মে মৌখিকভাবে অঙ্গীকার করেছেন। আলোচ্য ঋণটি নবায়নের জন্য ১৯/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখে জোনাল অফিসে প্রেরণ করা হয় তখন এর স্থিতি ছিল ১,৯৯,৮৪,০৩০ টাকা। পরবর্তীতে তা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ক্ষমতাবলে ২০/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ হতে ১৯/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত নবায়নের জন্য ২৯/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে অনুমোদন দেওয়া হয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব প্রেরণ করা হয়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সহজামানত জমির মূল্যায়ন জমির মৌজামূল্যের ৩৬০ গুণ।মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ এবং ঋণ নীতিমালা-২০১৮ এর শর্ত মোতাবেক ক্রেডিট টার্নওভার না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ নবায়ন করা সঠিক হয়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনামঃ

ঋণ অপেক্ষা সহজামানতের মূল্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও ঋণ খেলাপিকে বার বার সময়বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করায় ঋণের ৪,০৬,৯৮,২৮৭ (চার কোটি ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত সাতাশি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, কারওয়ান বাজার শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ অপেক্ষা সহজামানতের মূল্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও ঋণ খেলাপিকে বার বার সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করায় ঋণের ৪,০৬,৯৮,২৮৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

কারওয়ান বাজার শাখার গ্রাহক মাহসালিম ইস্পাত প্রাঃ লিঃ এর ঋণের নথি, জামানত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ সমীপে স্মারক নং ৬০৪/২০২০ এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে ২২/১২/২০১১ খ্রি. তারিখে চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ বাবদ ৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ২৭/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ঋণটি নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ঋণটি ২৯/১২/২০১৫ খ্রি.তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি.তারিখে ক্ষতিমানে (বিএল) শ্রেণিকৃত দেখানো হয়।

গ্রাহকের ঋণ অনুমোদনের সময় ১৭/১০/২০১১ খ্রি. তারিখে বন্ধকী সম্পত্তির বাজার মূল্য ৫৮৯.৯৬ লক্ষ এবং ফোর্সড সেল ভ্যালু ৫০১.২১ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করা হয়। পক্ষান্তরে শাখা কর্তৃক ২১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে অর্থাৎ ৭ বছর পরে উক্ত জমি মূল্যায়ন করে বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয় ৫৮১.৯৬ লক্ষ টাকা এবং মৌজা রেট মোতাবেক মূল্য ৪৬৩.৮০ লক্ষ টাকা, ফোর্সড সেল ভ্যালু ৪৩৬.৪৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু গ্রাহকের লেজার স্থিতি দায় রয়েছে ৪০৬.৯৮ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহজামানত থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের ৩১/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ২৬/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ২২৩ তম সভায় গ্রাহককে ৬৪.৬০ লক্ষ টাকা সুদ মওকুফ করে ৯০ দিনের মধ্যে (১৭/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে) ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের শর্ত নং-৭ মোতাবেক পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রয়োজনীয় সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু শর্ত নং-২ মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়। তথাপিও শর্ত নং-৭ মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা জোরদার না করে গ্রাহককে পুনরায় ১৭/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত (৯ মাস) সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত শর্ত নং-৭ মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আইনগত ব্যবস্থা জোরদার না করে গ্রাহককে পুনরায় ২৪/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত (১২ মাস) সময় বৃদ্ধি করে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয় এবং সুদ মওকুফের শর্ত বহাল রাখা হয়। প্রকল্পটি চালু থাকা সত্ত্বেও বার বার শর্ত ভঙ্গ করা গ্রাহককে পুনঃ পুনঃ মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ আদায়ে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে।

গ্রাহকের নিকট ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে ব্যাংকের অনাদায়ি ঋণ (আসলঃ ৩,৪৪,০০,০০০ + সুদ ও অন্যান্যঃ ৬২,৯৮,২৮৭) বা ৪,০৬,৯৮,২৮৭ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ২ ও ৭ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়ন তৎকালীন বাজারমূল্য অনুযায়ী করা হয়েছে। বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে না পারায় ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পরে গ্রাহক ২৫০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। এন আই এ্যাক্ট ও অর্থঋণ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খি. তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে ফলোআপ/পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জবাবে ২৫০ লক্ষ টাকা জমার কথা উল্লেখ করা হলেও এর সমর্থনে প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। বার বার সময় বৃদ্ধির বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি। দায় অপেক্ষা জামানত বেশি হওয়া সত্ত্বেও চালু প্রকল্পে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণের সমুদয় টাকা আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে ঋণ আদায়ে আইনি ব্যবস্থা জোরদারের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনামঃ

অনিয়মিতভাবে চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ বিতরণ, জামানত ঘাটতিকৃত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ৫০,৬৪,৭৪,০০০ (পঞ্চাশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, যথাযথ তদারকী না করে অনিয়মিতভাবে চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ বিতরণ, জামানত ঘাটতিকৃত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ৫০,৬৪,৭৪,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এর গ্রাহক মেসার্স টাটকা এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ঋণের নথি, জামানত সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিচালনা পর্ষদ সমীপে স্মারক নং ৩২৩/২০১৯ এর মাধ্যমে গ্রাহক এর অনুকূলে ২০.০০ কোটি টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । শাখার মঞ্জুরি পত্র নং-০৯.১/৫৫ তারিখঃ ২৯/১২/২০১১ খ্রি. এর শর্ত নং-৪ মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় করতে না পারায় ঋণটি ০৭/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ৩০/০৯/২০১৩ খ্রি. তারিখে শ্রেণিকৃত হয়।

বোর্ড ডিভিশন এর পত্র নং -০৫.১.৪/১৫৪৬, তারিখঃ ২৯/১২/২০১৯ খ্রি. হতে দেখা যায়, ২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটির সকল কার্যক্রম চলতি মূলধন (হাইপো) এর অভাবে বন্ধ রয়েছে। উক্ত পত্র হতে আরো দেখা যায় গ্রাহকের চলতি মূলধন চাহিদা মেটানোর জন্যই চলতি মূলধন (হাইপো) খাতে ২০.০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং ০৬/০৩/২০১২ খ্রি. হতে ১০/০৫/২০১২ খ্রি. তারিখের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু চলতি মূলধন (হাইপো) খাতের টাকা বিতরণ করা হলেও তা খাতওয়ারি ব্যয় করা হয়নি। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণটিতে শাখা কর্তৃপক্ষের তদারকীর অভাব রয়েছে। ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের দীর্ঘ প্রায় ৮/৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি গ্রাহক কারখানাটি চালু করেনি। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলেও অনিয়মিতভাবে চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা হয়।

উক্ত পত্র হতে আরো দেখা যায় সহজামানত সম্পত্তির বাধ্যতামূলক বাজার মূল্য ২৪.৪০২৩ কোটি টাকা। ঋণের পরিমাণ ৫০.৬৪৭৪ কোটি টাকা। সহজামানত সম্পত্তি থেকে ঋণের পরিমাণ ২৬.২৪৫১ কোটি টাকা বেশি। সহজামানত হিসেবে ইমারত দেখানো হয়েছে ২১.৪৩৮৩ কোটি টাকার। ইমারতের অবচয় বাদ দিলে সহজামানত ঘাটতির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চলতি মূলধনের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১৫/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ১৮তম জরুরি সভায় গ্রাহকের ঋণ বিশেষ পুনঃতফসিল সুবিধা অনুমোদন প্রদান করা হলেও শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে ১৩/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সকল ডকুমেন্টস সম্পন্ন করতে পারেনি ।

পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রাহক গ্রহণ না করায় ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের অনাদায়ি (আসল ২০,০০,০০,০০০ + সুদ ও অন্যান্য চার্জ: ৩০,৬৪,৭৪,০০০) বা ৫০,৬৪,৭৪,০০০ টাকা ।

অনিয়মের কারণঃ

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৪ এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহককে কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য চলতি মূলধন প্রদান করা হয় । গ্রাহক কর্তৃক উক্ত টাকা যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল যা সময়ে সময়ে গ্রাহকের পত্র ও স্টক রিপোর্ট হতে প্রতীয়মান হয় । গ্রাহক পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণ না করায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে চলমান মামলা জোরদার করা হয়েছে ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়।কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খি. তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে ফলোআপ/পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিস্পত্তিমূলক জবাব আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সহজামানত ঘাটতি রেখে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে । জবাবে বলা হয়েছে গ্রাহক কর্তৃক উক্ত টাকা যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু বোর্ড ডিভিশন এর পত্র নং -০৫.১.৪/১৫৪৬, তারিখ: ২৯/১২/২০১৯ খ্রি. হতে দেখা যায় চলতি মূলধন (হাইপো) খাতের টাকা বিতরণ করা হলেও তা খাতওয়ারি ব্যয় করা হয়নি, যা পরস্পর বিরোধী।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে চলমান মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনামঃ

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়া সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ৮,৪৩,৬০,৩০১ (আট কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার তিনশত এক) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কাযর্ক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়া সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ৮,৪৩,৬০,৩০১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এর গ্রাহক মেসার্স সুবাত নীট কম্পোজিট লিঃ এর ঋণের নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্রাঞ্চের পত্র নং-০৮.৫/সুবাত/২০১৪/; তারিখঃ ১৬/০৩/২০১৪ খ্রি. এর গ্রাহক এর অনুকূলে ৬১০.৭৩ লক্ষ (আইডিসিপি ৪২.৬১ লক্ষসহ) টাকা ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদি ঋণ এবং ৩০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১২ (এ) মোতাবেক প্রথম কিস্তি আদায়যোগ্য হবে এলসি খোলার তারিখ থেকে ১২ মাস পরে অথবা প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৬ মাস পর (২টির মধ্যে যেটি আগে আসে) । শর্ত মোতাবেক এলসি খোলার তারিখ থেকে ১২ মাস অর্থাৎ ১০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখ আগে আসে বিধায় শর্ত মোতাবেক উক্ত তারিখ থেকে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য । কিন্তু ব্যাংকের বিলিং ডেট ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. হওয়ায় উক্ত তারিখ হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি কিস্তি ৪২,৭৫,০০০ টাকা করে মোট ২০টি কিস্তিতে আদায়যোগ্য ।

প্রসঙ্গতঃ ৩১/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৭টি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ২,৯৯,২৫,০০০ টাকা । কিন্তু আদায় হয়েছে মাত্র ১,১৫,৭২,৩৯৮ টাকা । কম আদায় হয়েছে ১,৮৩,৫২,৬০৬ টাকা, যা ৪.২৯টি কিস্তির সমান । বিআরপিডি সার্কুলার ১৪, তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি বকেয়া পড়লে ঋণটি মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত । উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ঋণটি ৩০/০৯/২০১৭ খ্রি. হতে শ্রেণিকৃত । পরবর্তীতে ৩০/০৩/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে । তবুও খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর ২৭কক (৪) মোতাবেক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি । বোর্ড ডিভিশনের নং ০৫.১.৪/১৫৫৬ তারিখঃ৩০/১২/২০১৯ খ্রি. হতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটি চালু রয়েছে । অর্থাৎ প্রকল্পটি উৎপাদনে থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক ইচ্ছাকৃতভাবেই কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি। এছাড়াও চলতি মূলধন ঋণটি হতে ০৫/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে টাকা উত্তোলন করলেও ০৩/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখ মেয়াদকালীন পর্যন্ত মাত্র ০.৯১ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে, যা মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১২ (ঘ) এর লঙ্ঘন। শর্ত মোতাবেক মেয়াদ কালের মধ্যে চলতি মূলধনের টার্ণওভার ৩(তিন) গুণ হতে হবে। তথাপিও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ।

যথাযথ তদারকি ও আদায়ে ব্যর্থতায় ৩০/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের অনাদায়ি, [দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ৬,৫৪,৫১,১৭৪+ চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ ১,৮৯,০৯,১২৭] টাকা বা ৮,৪৩,৬০,৩০১ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরিপত্রের মেয়াদী ঋণের শর্ত নং ১২ (এ) এবং চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণের ১২ (ঘ) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার পরপরই বিদ্যুৎ সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে ৪ মাস বন্ধ ছিল। ফলে কিস্তি পরিশোধে অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং পরিশোধযোগ্য কিস্তির আংশিক পরিশোধ করতে থাকে। এজন্য ৩০/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে ঋণটি মন্দ ও ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে । ব্যাংকের তাগাদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে ৭৪.৬৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করলে কোন মামলা করা হয়নি । তবে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে । প্রতিষ্ঠানটি চালুর পরপরই বিদ্যুৎ সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে ঋণ পরিশোধে অনিয়মিত হয়ে পড়ে । ফলে বিআরপিডি সার্কুলার ৫ এবং ২৪ মোতাবেক ঋণ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয় ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব প্রেরণ করা হয়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ গ্রাহক দীর্ঘ তিন বছর পূর্বে ক্ষতি/মন্দ মানে শ্রেণিকৃত হওয়া সত্ত্বেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দীর্ঘ সময়ক্ষেপনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য ঋণ আদায়ে শাখার যথাযথ তদারকির অভাব রয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

পুনঃতফসিল সুবিধার শর্ত মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল পূর্বক যথাযথ আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনামঃ

ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অপর্যাপ্ত সহজামানত নিয়ে নবায়নকৃত ঋণের ১,০৩,৫৫,২৮১ (এক কোটি তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত একাশি) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অপর্যাপ্ত সহজামানত নিয়ে নবায়নকৃত ঋণের ১,০৩,৫৫,২৮১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

রাজশাহী শাখার গ্রাহক মেসার্স ন্যাশনাল প্লাষ্টিক এর ঋণের নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাখার পত্র নং ১২.১.২৩.৪২৯/৪২০৬; তারিখঃ ০৫/১২/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহক এর অনুকূলে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । গ্রাহক মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ০৪ মোতাবেক ঋণের দায় মেয়াদ সীমার (১ বছর) মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে শাখার পত্র নং-২০৯৯; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে চলতি মূলধন ঋণের লিমিট অতিরিক্ত ১০,৮৫,২০০ টাকা একটি নতুন ঋণ হিসাব খুলে নবায়ন করা হয়। আলোচ্যক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে শাখা কর্তৃপক্ষ কোনো টাকা আদায় না করা সত্ত্বেও নবায়নপূর্বক ঋণটি নিয়মিত করা হয়েছে ।

প্রসঙ্গতঃ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের ঋণ নবায়নের শর্ত নং-৩ মোতাবেক ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে যথানিয়মে ঋণটি নবায়ন করতে হবে অথবা নবায়নযোগ্য না হলে সম্পূর্ণ পাওনা এককালীন আদায় করতে হবে। উক্ত শর্ত পরিপালনে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয় এবং ঋণটি মন্দ/ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ।

নিরীক্ষাকালে প্রাপ্ত প্রমাণক পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রাহকের নামে শাখা হতে পত্র লেখা হলে তা বার বার ফেরত আসে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব নেই এবং গ্রাহক প্রকৃত ব্যবসায়ি নন ।

গ্রাহকের বর্ণিত কারখানায় ইতোপূর্বে হাসকিং মিল ছিল, যার বিপরীতে এসএমই খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সিসি খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। গ্রাহক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় ব্যর্থ হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্লাষ্টিক কারখানার জন্য পূর্বের জামানতের (৩৬.৫০ শতাংশ জমি) বিপরীতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন অনুমোদন দেয়।

গ্রাহকের প্লাষ্টিক কারখানা পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা নেই, তথাপিও উহা বিবেচনায় না এনে গ্রাহককে উক্ত খাতে চলতি মূলধন ঋণ অনুমোদন দেয়া ও বিতরণ করা হয় । ফলে গ্রাহক টাকা গ্রহণের পর থেকে ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকায় পরবর্তী কিস্তির টাকা কোন খাত থেকে আদায় হবে তা নিশ্চিত না করা সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার-৫, তারিখঃ ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক শাখার ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৭০.৫০ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য করে দীর্ঘ প্রায় ১০ (দশ) বছরের জন্য বিশেষ পুনঃতফসিল করে সময়ক্ষেপণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে ।

ঋণ হিসাব বিবরণী মোতাবেক ৩১/০৮/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত গ্রাহকের চলতি মূলধনের পরিমাণ ১,০৩,৫৫,২৮১ টাকা । এর বিপরীতে সহজামানতের ফোর্সড ভ্যালু রয়েছে মাত্র ৭৮.৪১ লক্ষ টাকা। দায় অপেক্ষা সহজামানত কম রয়েছে (১,০৩,৫৫,২৮১.০০ - ৭৮,৪১,০০০.০০) = ২৫,১৪,২৮১ টাকা ।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং (৩) ও (৪) এর লঙ্ঘন ।
- বিআরপিডি সার্কুলার ৫ এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ২০১৩ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রপ্তানিযোগ্য প্লাস্টিক পণ্যের চরমভাবে দরপতন হওয়ার কারণে গ্রাহক ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ কারণে গ্রাহক ব্যাংকের ঋণ হিসাব নিয়মিত রাখতে সক্ষম হননি বিধায় ঋণটি শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে । ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাংকের স্বার্থসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে লিমিট অতিরিক্ত ১০,৮৫,২০০ টাকা আলাদাভাবে নতুন একটি ঋণ হিসাব খুলে তা স্থানান্তরপূর্বক সুদসহ পরিশোধের শর্তারোপ করে ঋণটি ১ বছরের জন্য নবায়ন করে । ঋণটি ২% ডাউনপেমেন্ট নিয়ে পুনঃতফসিল করা হয় ।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব প্রেরণ করা হয় । জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ লিমিট অতিরিক্ত থাকা সত্ত্বেও তা নতুন ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখে নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়, তথাপিও বর্ণিত ঋণের কোন টাকাই আদায় হয়নি। যা শাখার ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. পত্র হতে এবং ঋণ হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায়। তাছাড়া চাউল কলকে প্লাষ্টিক কারখানায় রূপান্তর করায় গ্রাহকের বর্ণিত ব্যবসায় অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা যাচাই না করেই ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকায় ঋণের কিস্তি কোনখাত হতে আদায় হবে তা নিশ্চিত না হয়েই পুনঃতফসিল করা হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৯

শিরোনামঃ

সহজামানত অতিমূল্যায়ন ও অবমুক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ঋণের কিস্তি আদায়ে শর্ত পরিপালন না করায় ব্যাংকের ২,০২,৭৩,৩৭৮ (দুই কোটি দুই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত আটাত্তর) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, বগুড়া শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কাযর্ক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত অতিমূল্যায়ন ও অবমুক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ঋণের কিস্তি আদায়ে শর্ত পরিপালন না করায় ব্যাংকের ২,০২,৭৩,৩৭৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

বগুড়া শাখার গ্রাহক মেসার্স সরকার ব্রাদার্স ফ্লাওয়ার এন্ড ওয়েল মিলস এর ঋণের নথি, জামানত সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাখার পত্র নং-১৯.২/০৩.১৫১/১৯১-১৯৬; তারিখঃ ২৭/০১/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় ।ঋণ মঞ্জুরির সময় গ্রাহকের সহজামানত ছিল ৪.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের ২.৫০ শতাংশ জমি। পরবর্তীতে একই জমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩.০০ কোটি টাকা মূল্যায়ন করা হয় । উল্লেখ্য, মৌজারেট অনুযায়ী উক্ত জমির মূল্য ১,৩৫,৬৭,৩০৭ টাকা ।

ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৭ এর (খ) (i) মোতাবেক অতিরিক্ত ১০০ লক্ষ টাকা মূল্যের সহজামানত বন্ধক এর পরিবর্তে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের এফডিআর লিয়েন রেখে শাখা কর্তৃক উক্ত ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয় ।

পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার সুপারিশে জেনারেল এ্যাডভান্স ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস এর পত্র নং-০৭.৩/৭১৯; তারিখঃ ০২/০৫/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে পূর্বের লিয়েনকৃত এফডিআর অবমুক্তকরণ করা হয় । লিয়েনকৃত এফডিআর এর পরিবর্তে মাত্র ১৫.৬০ লক্ষ টাকায় মূল্যায়ন করে ২৬ শতাংশ ধানী জমি বন্ধক নেয়া হয় । মৌজারেট অনুযায়ী যার মূল্য মাত্র ৭,৩১,৩৫৪ টাকা । বর্ণনা মোতাবেক প্রতীয়মান হয় যে, লিয়েনকৃত এফডিআর অবমুক্ত করে ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

শাখার পত্র নং-১৯.২/০৩.১৫১/৭১৮; তারিখঃ ২১/০৫/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি ২য় বার নবায়ন করা হয় । নবায়নের অন্যান্য শর্তাবলীর (২) মোতাবেক ঋণ হিসাবে কোন অবস্থাতেই সুদ অপরিশোধিত থাকবে না; (৪) মোতাবেক ঋণ হিসাবটিতে টার্নওভার ৩গুণ হতে হবে এবং (৬) মোতাবেক ব্রাঞ্চ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মজুদ মালামাল মাসিক ভিত্তিতে পরিদর্শনপূর্বক ০১টি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে । উক্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে আলোচ্য শর্তাবলীর কোনটিই পরিপালন করা হয়নি ।

ঋণটি শর্ত মোতাবেক আদায় হয়নি বলে ০১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে মোট দায় (আসল: ১,৫০,০০,০০০ + সুদ ও অন্যান্য চার্জ: ৫২,৭৩,৩৭৮) বা ২,০২,৭৩,৩৭৮ টাকা, যা আদায় ঝুঁকিপূর্ণ ।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৭ এর (খ) (i) লঙ্ঘন।
- নবায়ন মঞ্জুরির অন্যান্য শর্ত নং-(২), (৪) ও (৬) এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী হওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৫.৬০ লাখ টাকা মূল্যের ২৬.০০ শতক জমি বন্ধক গ্রহণ সাপেক্ষে ৫০.০০ লাখ টাকার স্থায়ী আমানত (FDR) অবমুক্ত করা হয় । স্থায়ী আমানত (FDR) অবমুক্তকরণ অনুমোদন হওয়ায় পরবর্তীতে বন্ধকী কার্যক্রম ব্যাংকের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে । উল্লেখ্য, মঞ্জুরিকৃত ১৫০.০০ লাখ টাকা ঋণের বিপরীতে ৩১৫.৬০ লাখ টাকার জামানত রয়েছে, যা বিদ্যমান ঋণের প্রায় ২.১০ গুণ । ঋণ হিসাবটি ২য় বার নবায়ন অনুমোদনকালে ২৮/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণ সীমার মধ্যেই ছিল

যার উপর ভিত্তি করে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী হওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ১৫/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে ঘটনাত্তোর অনুমোদন দেয়া হয় । উক্ত নবায়ন অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াকালে মার্চ/২০১৮ এ ত্রৈমাসিক সুদ আরোপ হওয়ায় ঋণসীমা অতিক্রান্ত হয় । আলোচ্য প্রকল্পটি বর্তমানে সীমিত আকারে চালু আছে । বর্তমানে Covid-19 এর কারণে উৎপাদন কার্যক্রম হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি DF মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে । গ্রাহকের বর্তমান সীমাতিরিক্ত পাওনাসহ সমুদয় ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে ।গ্রাহক শীঘ্রই পাওনা পরিশোধান্তে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করবেন বলে জানিয়েছেন । অন্যথায় ব্যাংকের সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়।কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব পাওয়া যায় । জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সহজামানত অতিমূল্যায়নের ফলে ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমমূল্যের সহজামানত গ্রহণ না করে কম মূল্যমানের সহজামানত গ্রহণ করে এফডিআর অবমুক্ত করা সঠিক হয়নি। শর্ত মোতাবেক ঋণ আদায় হয়নি বিধায় লিমিট অপেক্ষা অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে ৫২,৭৩,৩৭৮ টাকা।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিতে বর্ণিত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনামঃ

সহজামানত অতিমূল্যায়ন ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে মামলা না করায় বন্ধ প্রতিষ্ঠানের ২,৬৭,৭৯,৮১৫ (দুই কোটি সাতষট্টি লক্ষ ঊনআশি হাজার আটশত পনের) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, রংপুর শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত অতিমূল্যায়ন এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে মামলা না করায় বন্ধ প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংকের ২,৬৭,৭৯,৮১৫ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

রংপুর শাখার গ্রাহক সোমা এন্ড সোমা টি প্রসেসিং লিমিটেড এর ঋণের নথি, জামানত সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ডিপার্টমেন্ট এর মঞ্জুরিপত্র নং-০৫.৪/ ২০১৩/৯৫২; তারিখঃ ১২/০২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের নামে ২৪৪.১৫ লক্ষ টাকা (আইডিসিপি ১৭.০৩ লক্ষ টাকা সহ) প্রকল্প মেয়াদি ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় ।

সহজামানত হিসেবে গৃহীত ১০০ শতাংশ প্রকল্প ভূমির মৌজারেট অনুযায়ী মূল্য ৬.১৮ লক্ষ টাকা, শাখা কর্তৃক উক্ত জমি মূল্যায়ন করা হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা, যা মৌজারেটের প্রায় ১১.৩৩ গুণ বেশি । সহজামানত সম্পত্তি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল্যায়ন ফরমের ক্রমিক নং ১৬ (ক) মোতাবেক মৌজারেট উল্লেখপূর্বক মূল্যায়ন করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে মৌজারেট উল্লেখ করা হলেও তা আমলে না নিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে ।এতে প্রতীয়মান হয় যে, সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে ।

উল্লেখ্য, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯ মোতাবেক ঋণ বিতরণের নয় মাস পর হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায়যোগ্য। ঋণের ১ম কিস্তি ১৩/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখে বিতরণ করা হয় । শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য ১৩/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখ এবং ঋণটির মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ১৩/০২/২০১৯ খ্রি. ।

আরো উল্লেখ্য, অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক কোন ঋণ আদায় না হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ১ম বছর আদায়যোগ্য টাকার ১০% আদায় না হলে উক্ত ধারা মোতাবেক পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। ১ম কিস্তি আদায়ের তারিখ হতে (১৩/১১/২০১৪ খ্রি. হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত) এক বছর এর মধ্যে শাখা কর্তৃপক্ষ কোন কিস্তিই আদায় করতে পারেনি ।

ঋণ বিবরণী হতে দেখা যায় গ্রাহকের নিকট হতে ১০/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কোন টাকাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেনি এবং ০৪/১০/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ৯৮,০০০ টাকা আদায় করেছে, যা উক্ত শর্তের খেলাপ । তথাপিও শাখা কর্তৃক ০১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক মামলা করা হয়নি।

এছাড়া মঞ্জুরিকৃত ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের শর্তানুযায়ী প্রকল্পের সকল সম্পত্তি কোম্পানির নামে হস্তান্তরপূর্বক দলিলাদি সম্পাদন করে অর্থ ছাড়করণ করতে হবে । উক্ত শর্ত পরিপালন না করেই ঋণের কিস্তি ছাড়করণ করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের ১১(১)নং শর্ত লঙ্ঘন করে সিভিল ওয়ার্কস এর ১ম কিস্তির ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ না করেই যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য বরাদ্দকৃত পরবর্তী কিস্তির ১২০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয় । অর্থাৎ যন্ত্রপাতি রাখার জন্য ভবন নির্মাণ না করেই যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড়করণ করা হয় ।

প্রসঙ্গতঃ বৈদেশিক যন্ত্রপাতি আমদানি করার লক্ষ্যে এলসি স্থাপন করার জন্য গ্রাহক কর্তৃক মার্জিন হিসেবে ১.৩৩ লক্ষ টাকা এবং উক্ত এলসির মূল্য পরিশোধ বাবদ ১২.৬২ লক্ষ টাকা শাখায় জমা করার কথা থাকলেও গ্রাহক কর্তৃক বর্ণিত অর্থ জমা করা হয়েছে তার কোনো তথ্য নথিতে নেই, যা মঞ্জুরিপত্রের ২য় কিস্তি ছাড়করণের শর্ত নং ১১ এর লঙ্ঘন ।

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১১ এর (iv) মোতাবেক ঋণের ১ম কিস্তির অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হয়ে পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা যাবে না । প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি ।

গ্রাহকের বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই বার বার ঋণের অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে । ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি এবং প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

উপরোক্ত অনিয়মসমূহের কারণে ঋণটি ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে এবং ২০/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট (অনারোপিত সুদ ব্যতীত) ব্যাংকের পাওনা রয়েছে ২,৬৭,৭৯,৮১৫ টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৯ এবং ১১ এর লঙ্ঘন ।
- অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রকল্পের সকল সম্পত্তি ভুলবশত কোম্পানির নামে হস্তান্তর করা হয়নি । তবে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত সংশোধন করে ১ম কিস্তির ২০ লক্ষ টাকা বিতরণের পূর্বে ১ম কিস্তিতে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয় । প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মেশিনারী-ইক্যুইপমেন্ট আমদানির জন্য স্থাপিত এলসির মার্জিন/কমিশন ইত্যাদি বাবদ প্রিন্সিপাল শাখার ২২/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে শাখা অফিসে ডেবিট করা হয় । শাখা কর্তৃক ০১/০৬/২০১৫, ০২/০৮/২০১৬, ২৫/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়েছে । সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে মৌজা রেট বাড়ার পাশাপাশি স্থানীয় লোকের প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক জমির মূল্যের তারতম্য হতে পারে । পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য ১২/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে সিআর ৪১০/২০১৮ নং মামলা দায়ের করা হয়েছে ।০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে সমন ফেরতের দিন ধার্য্য আছে ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয় এবং ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খি. তারিখে জবাব প্রেরন করা হয়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ঋণ প্রদানের সময় জামানত সম্পত্তি মৌজারেট অপেক্ষা প্রায় ১১.৩৩ গুণ অধিক মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা বাস্তবসম্মত নয়। গ্রাহকের নিকট হতে ২০১৪ খ্রি. থেকে কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও আদায় করা হয়নি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ, তথাপিও অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১

শিরোনামঃ

মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত ঋণ বিতরণ ও নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ঋণের ১,০৫,৮১,২৪৫ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত ঋণ বিতরণ ও নবায়ন মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ঋণের ১,০৫,৮১,২৪৫ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

প্রিন্সিপাল শাখার গ্রাহক তিলোত্তমা টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ঋণের নথি, জামানত সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রাহকের নামে শাখার পত্র নং-০৮.৫; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং শাখার পত্র নং ১৬/৩৭৪৯, তারিখঃ ০২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৯/০৬/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন করা হয় । উক্ত নবায়ন মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৬ মোতাবেক শাখা কর্তৃপক্ষ ঋণের টাকা আদায় করতে পারেনি। যা উক্ত শর্তের লঙ্ঘন। শর্ত নং-৭ মোতাবেক ঋণ সীমার মেয়াদকালের মধ্যে নবায়নকৃত ঋণের টার্ণ-ওভার কমপক্ষে তিন গুণ হতে হবে।কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে মাত্র ৯,৯৫,০০০ টাকা জমা হয়। যা উক্ত শর্তের লঙ্ঘন। উক্ত পত্র হতে আরো পরিলক্ষিত হয় যে, বর্ণনায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা নবায়নের কথা উল্লেখ থাকলেও ক্রমিক নং-১ এ উক্ত ঋণের পরিমাণ ১০০.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে তা উল্লেখ নেই।

গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণের বিপরীতে ৬০.৫০ শতাংশ জমি সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক নেয়া হয় । ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের দলিলাদি যাচাই করে দেখা যায় যে, উক্ত সহজামানত সম্পত্তির মূল দলিল গ্রহণ করা হয়নি।

প্রসঙ্গতঃ জেনারেল ম্যানেজার এর সমীপে উপস্থাপিত ৩০/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখের স্মারকের ক্রমিক নং-১১ হতে দেখা যায় যে, শাখা কর্তৃক ২৭/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন রিপোর্ট মোতাবেক কারখানায় কাঁচামাল, প্রক্রিয়াধীন পণ্য ও তৈরী পণ্য এবং অন্যান্য পণ্যসহ মোট প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকার মালামাল ছিল । কিন্তু ৩০/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখের প্রকল্প পরিদর্শন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় কারখানায় মাত্র ১৫,০০০ টাকার সুতা রয়েছে । এ হতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক পূর্বের মালামাল বিক্রয় করা হলেও বিক্রয়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা করা হয়নি । এখানে গ্রাহক প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যার দায় শাখা কর্তৃপক্ষেরও রয়েছে । কারণ মালামালের তদারকি শাখা কর্তৃপক্ষের ছিল । উক্ত পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকল্পে মাত্র ২৪টি লুম রয়েছে, যার মধ্যে ১২টি বন্ধ ।

তাছাড়া গ্রাহক মজুদ মালামাল বিক্রয়ের টাকা শাখায় জমা না করায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাপি হয়েছে । কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক তথাপিও খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক অথবা ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭কক অনুযায়ী খেলাপি ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা মূলতঃ খেলাপি গ্রাহককে দীর্ঘ সময়ক্ষেপনের সুযোগ প্রদান করা ।

প্রকল্পটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে এবং ১৩/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবের স্থিতি ১,০৫,৮১,২৪৫ টাকা, যা অনাদায়ি রয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ

নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ৬ ও ৭ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রতিষ্ঠানটিতে কিছু যন্ত্রপাতি পুরাতন হলেও উৎপাদনশীলতায় প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি । উক্ত প্রকল্প হতে ৫৬.৪৬ লক্ষ টাকা সুদ বাবদ আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট পাওনা আদায়ে এন আই এ্যাক্ট এবং অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে । প্রকল্পের স্টক কমে যাওয়ায় এবং লুম বন্ধ থাকায় নতুন করে কোন ঋণ দেওয়া হয়নি । সহজামানত সম্পত্তির অবিকল নকল দলিল এবং মূল দলিল উত্তোলনের রশিদ গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান করা হয় ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খি. তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে ফলোআপ/পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিস্পত্তিমূলক জবাব আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিস্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ গ্রাহক কারখানার আয় দ্বারা লুমের ভাড়া পরিশোধ করে প্রকল্পটি লাভজনক না হওয়ায় ভাড়াকৃত লুম ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং নিজস্ব লুমগুলোও অনেক পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন সক্ষমতা হারায়। জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে কিছু যন্ত্রপাতি পুরাতন হলেও উৎপাদনশীলতায় প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি । কিন্তু বাস্তবে উৎপাদন সক্ষমতা হারানোর কারণে গ্রাহক প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন । গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য যাচাই না করেই ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল দলিল গ্রহণ না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনামঃ

নিয়মবহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ, প্রকল্প উৎপাদনে না থাকা ও গ্রাহক চলতি মূলধন গ্রহণের সময়ে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও ঋণের ৩১,৩১,১৫৪ (একত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত চুয়ান্ন) টাকা বিশেষ পুনঃতফসিলকরণ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, খুলনা শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, নিয়মবহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ, প্রকল্প উৎপাদনে না থাকা ও গ্রাহক জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও ঋণের ৩১,৩১,১৫৪ টাকা বিশেষ পুনঃতফসিলকরণ করা হয়েছে ।

খুলনা শাখার গ্রাহক মেসার্স লামিয়া অটো কোকোনাট অয়েল মিল এর ঋণের নথি, সিএল, সিএল ও সাব্রি হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রাহকের নামে শাখার পত্র নং-১৩.১.১৭.৭.(২)/৩৭৮৮-৯৬; তারিখঃ ০৫/০৮/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২৫,০০,০০০ (আইডিসিপি ১,০০,০০০ টাকা সহ) টাকা ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয় । ঋণটি ২০১৬ খ্রি. সালে পুনঃতফসিলের সময় বিআরপিডি সার্কুলার-১৫ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. অনুসরণ করা হয়নি এবং সার্কুলার বহির্ভূতভাবে পূর্বে জমাকৃত অর্থকে ডাউনপেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যদিও উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ডাউনপেমেন্টর টাকা এককালীন আদায়যোগ্য । গ্রাহক ১৯/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে পুনঃতফসিলের জন্য আবেদন করে। অথচ ০৫/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে জমাকৃত ১,৪০,০০০ টাকা ডাউনপেমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যা উক্ত সার্কুলার পরিপন্থি । পুনঃতফসিলের শর্ত নং (১) মোতাবেক গ্রাহক ০১/০১/২০১৭ খ্রি. থেকে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ১৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ মেয়াদি ঋণ আদায়যোগ্য, কিন্তু শাখা উক্ত শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় করতে পারেনি । যা উক্ত শর্তের লঙ্ঘন।

নোট পৃষ্ঠা নং ৪৯, তারিখঃ ১১/০৬/২০১৪ খ্রি. হতে দেখা যায় গ্রাহক চলতি মূলধন গ্রহণের সময় প্রতারণার আশ্রয়/ কাজগপত্র জালিয়াতি করা সত্ত্বেও তার নিকট হতে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শাখার পত্র নং-২০.১.১৭.৭(২১০)/২৬৯৪; তারিখঃ ২৯/১২/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার-০৫; তারিখঃ ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক ঋণটি বিশেষ পুনঃতফসিল করা হয়, যার ফলে গ্রাহক ঋণ পরিশোধে সময়ক্ষেপণের সুযোগ পেয়েছে ।

প্রসঙ্গতঃ ২২/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যাংক কর্মকর্তাসহ নিরীক্ষাদল কর্তৃক পরিদর্শনে কারখানাটি অচল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রকল্পে স্থাপিত প্রধান মেশিন উক্ত কারখানায় নেই । সামান্য কিছু অকেজো মেশিন মরিচা ধরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে । প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট উহার কারণ জানাতে চাওয়া হলে মেরামতের জন্য অন্যত্র নেয়া হয়েছে বলে অবহিত করা হয় । নিরীক্ষা দলের নিকট এই জবাব সন্তোষজনক নয় ।কারণ কারখানাটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অনেক ময়লা আবর্জনা পড়ে রয়েছে এবং যে সামান্য লোহালক্কর/যন্ত্রপাতি রয়েছে তাও মরিচা ধরা, যা প্রমাণ করে দীর্ঘদিন যাবত প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ এর লঙ্ঘন ।
- পুনঃতফসিল মঞ্জুরির শর্ত (১) এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহকের ভুয়া/জাল স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্রের বিপরীতে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা হয়নি।অর্থ বিতরণের পর কোন খাতে কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা বিতরণ পরবর্তীতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ২৮/১০/২০১৩ খ্রি. তারিখে পিসিআর করে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয় । নিয়মিত বীমা কভারেজ নেওয়া হয়।আলোচ্য প্রতিষ্ঠানকে বীমা কভারেজ জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । ৫/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১.৪০ লক্ষ টাকা ডাউনপেমেন্ট হিসেবে সাব্রিতে রক্ষিত ছিল (লোন হিসেবে সমন্বয় হয়নি) বিধায় ২০১৬ খ্রি. সালে পুনঃতফসিলের সময় উক্ত ১.৪০ লক্ষ টাকা এবং আরও ১.৫০ লক্ষ টাকা জমা নিয়ে পুনঃতফসিল করা হয়। বিআরপিডি সার্কুলার ০৫/২০১৯ অনুযায়ী ২% ডাউনপেমেন্ট এর আওতায় ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৬০,০০০ টাকা এবং কিস্তি বাবদ ৫০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে । প্রকল্পের বিরুদ্ধে করা সিআর মোকদ্দমা ০৯/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখ বিচারের জন্য ধার্য্য করা আছে । মেশিনগুলি ওভারহোলিং করার জন্য ওয়ার্কশপে নেয়া হয়েছিল । বর্তমানে ওয়ার্কশপ থেকে এনে প্রকল্পটি চালু করেছেন ।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব প্রেরণ করা হয়। জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঋণটি ক্ষতি/মন্দমানে শ্রেণিকৃত থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিনের পূর্বে জমাকৃত অর্থ সাব্রি হিসেবে জমা ছিল, পুনঃতফসিলের সময় উক্ত অর্থ ডাউনপেমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু আপত্তিতে উল্লিখিত বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক ডাউনপেমেন্টের টাকা নগদে আদায় করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

গ্রাহকের সাথে সর্বাত্মক যোগাযোগের মাধ্যমে বিশেষ পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে। ব্যর্থতায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনামঃ

সহজামানত অতিমূল্যায়ন, খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং অবসায়নের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণের ১,৩৬,১৫,২৬০ (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার দুইশত ষাট) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, আশুগঞ্জ শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত অতিমূল্যায়ন, খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং অবসায়নের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণের ১,৩৬,১৫,২৬০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

আশুগঞ্জ শাখার গ্রাহক মেসার্স অনিকা বয়লার এন্ড অটো রাইস মিলের ঋণ নথি, জামানত সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাখার পত্র নং- ১১.৬/১৫১৫-১৫২৪; তারিখঃ ১০/০৭/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য ১ (এক) কোটি টাকা চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । সহজামানত হিসেবে গৃহীত সম্পত্তির মৌজারেট প্রতি শতাংশ (নাল) ৪১,৩৬৫ টাকা করে। সহজামানত হিসেবে গৃহীত উক্ত ৫৮ শতাংশ জমির মোট মূল্য ২৩,৯৮,৫৯০ টাকা । ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩,১৯,০০,০০০ টাকা, যা মৌজারেটের প্রায় ১৩.৩০ গুণ । এতে প্রতীয়মান হয় যে, সহজামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে ।

উল্লেখ্য, ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১, ধারা ২৭ (কক) অনুযায়ী খেলাপি ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বর্ণিত ধারা মোতাবেক খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। কিন্তু ঋণটি জুন/২০১৪ খ্রি. হতে শ্রেণিকৃত এবং ঋণের টাকা পরিশোধ না করলেও অদ্যাবধি গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি।

এছাড়া গ্রাহকের ঋণ হিসাবটি ২৩/০৭/২০১৩ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হয় এবং মার্চ/২০১৪ সালে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হলেও শাখা কর্তৃক নিয়মিত দেখিয়ে জুন ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত সুদকে আয়খাতে স্থানান্তর করা হয়, যা বিআরপিডি সার্কুলার-১৪; তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর লঙ্ঘন ।

প্রসঙ্গতঃ গ্রাহক তার ঋণ হিসাবে জানুয়ারি/২০১৪ খ্রি. হতে ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত মোট ৬ বছরে লেনদেন করে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ঋণের মাত্র ০.৩ গুণ । ব্যাংকের দায় পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের শুরু থেকেই গ্রাহকের অনীহা পরিলক্ষিত হয়, যা ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও নোট পৃষ্ঠা-১১ হতে দেখা যায় । তথাপিও বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫; তারিখঃ ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক শাখার পত্র নং ১৭.১০/২৬০-৬৪; তারিখঃ ২৪/১২/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে সুদ মওকুফসহ এককালীন অবসায়নের সুবিধা প্রদান করা হয় । উক্ত মঞ্জুরির শর্ত নং-০২ মোতাবেক ৪টি কিস্তিতে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে । প্রায় ০৮ মাস অতিক্রান্ত হলেও শাখা কর্তৃপক্ষ কোন টাকাই গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে পারেনি । ফলে গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের ১,৩৬,১৫,২৬০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ

- কোম্পানি আইন-১৯৯১, ধারা ২৭(কক) এর লঙ্ঘন ।
- বিআরপিডি সার্কুলার-৫ এর লঙ্ঘন ।
- মঞ্জুরির শর্ত নং ০২ এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ হিসাবটি ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখ থেকে বিএল মানে শ্রেণিকৃত ধরে সুদারোপ বন্ধ করা আছে । বিশেষ নীতিমালার আওতায় ঋণ হিসাব অবসায়নের জন্য এককালীন এক্সিট অনুমোদন হয় এবং ২৪/০২/২০২০ খ্রি. তারিখ হতে ৩৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয় ।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ০৬/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ২৯/১২/২০২০ খ্রি.তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় হতে ২২/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে জবাব পাওয়া যায় । জবাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

সহজামানত অতিমূল্যায়ন, ঋণ শ্রেণিকৃত অবস্থায় সুদ আয়খাতে নেয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। ব্যাংক কোম্পানি আইনের উপরোক্ত ধারা মোতাবেক টাকা আদায়ের জন্য যথাযথ আইন মোতাবেক মামলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা পরিপালন করা হয়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪

শিরোনামঃ

ভুয়া Memorandum of Understanding (MoU) এর বিপরীতে Loan Against Trust Receipts (এলটিআর) সুবিধার আওতায় প্রদত্ত অর্থ আদায় না হওয়ায় ৪২,০৭,১৮,৫৮৪ (বিয়াল্লিশ কোটি সাত লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত চুরাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল), প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা এর ২০১৪ সালের ঋণ সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ভুয়া Memorandam of Understanding (MoU) এর বিপরীতে Loan Against Trust Receipts (এলটিআর) সুবিধার আওতায় প্রদত্ত অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৪২,০৭,১৮,৫৮৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চের গ্রাহক ঢাকা ট্রেডিং হাউজ এর এলটিআর নথি ও ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল), প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ০৩/০৪/২০১২ খ্রি.তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ১০% মার্জিনে ২৫ কোটি টাকার রিভলভিং এলসি সীমার বিপরীতে ৯০% LTR সুবিধা প্রদান করা হয়।উক্ত মঞ্জুরির শর্ত নং (৬) মোতাবেক ঋণ প্রদানের তারিখ হতে ১৮০ দিনের মধ্যে প্রদৎত LTR এর অর্থ আদায়যোগ্য।অনুরূপভাবে, ০৪/০৬/২০১২ খ্রি.এর মাধ্যমে ডাইরেক্টর জেনারেল (ফুড), খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউজ এর সাথে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৫% মার্জিনে ৩০ কোটি টাকার লোকাল এলসি লিমিট এর বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮৫% বাবদ ২৫.৫ কোটি টাকার LTR সুবিধা প্রদান করা হয় । উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং (৬) মোতাবেক সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধযোগ্য হলেও অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি, যা উক্ত মঞ্জুরিপত্রদ্বয়ের শর্তের লঙ্ঘন ।

এছাড়া নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

- সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং স্টক প্রতিবেদন সংগ্রহ ও গ্রাহকের গুদাম সরেজমিন পরিদর্শন ছাড়াই ০৭/১০/২০১২ খ্রি.ও ০৬/০৯/২০১২ খ্রি.তারিখ মেয়াদে সৃষ্ট ২টি এলটিআর ঋণ বাবদ ৪৮ কোটি টাকার বিপরীতে মাত্র (৬.০০+১.২৮) বা ৭.২৮ কোটি টাকার এফডিআর জামানত গ্রহণ করে অনিয়মিতভাবে একটি ঋণ সৃষ্টি করা হয় ।
- মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং এর ঋণ মঞ্জুরের বিষয়ে সরবরাহকৃত ডকুমেন্টস এর সত্যতা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নিয়োগকৃত সিএ ফার্ম জি কিবরিয়া এন্ড কোং কর্তৃক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Memorandum of Understanding (MoU) এর সত্যতা যাচাইপত্রের প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের ০৭/০১/২০১৫ খ্রি.তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, MoU টি সঠিক নয় ।
- সুতরাং ঢাকা ট্রেডিং হাউস কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল ডকুমেন্টস যাচাই না করে অতি দ্রুততার সাথে এলসি সুবিধা ও ঋণ মঞ্জুরি অনুমোদনকালে ব্যাংক স্বার্থ বিবেচনা করা হয়নি। বর্ণিত অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি ।
- ঢাকা ট্রেডিং হাউস কর্তৃক এলটিআর এর মালামাল বিক্রি করা হলেও ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করা হয়নি ।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পাওনা আদায় করতে না পারায় ঋণ হিসাব মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত।ঋণের অনারোপিত সুদ ব্যতীত ০৩/০৩/২০১৬ খ্রি.তারিখে দুইটি এলটিআর স্থিতি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের (১৩,৯৬,৫৭,৪৭৬+ ২৮,১০,৬১,১০৮) বা ৪২,০৭,১৮,৫৮৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১")।

অনিয়মের কারণ:

ঋণ মঞ্জুরিপত্রদ্বয়ের শর্ত নং (৬) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত Memorandum of Understanding (MoU) সঠিক না হওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আলোচ্য এলসি ও ঋণ গ্রহীতার উপর আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্টদের বরাবরে অভিযোগনামা দেয়া হয়েছে এবং জবাব প্রাপ্তির পর তা তদন্তাধীন আছে। ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনা আদায়ের জন্য এন আই এ্যাক্টের আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নং-১৪৮৮/২০১৩; তারিখ: ২৪/০৭/২০১৩ খ্রি. এবং অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নং-১৭৬২, তারিখ: ০৯/০৫/২০১৩ খ্রি.।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ১৯/০৬/২০১৬ খ্রি.তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর পত্র জারি করা হয় এবং ১০/০৮/২০১৬ খ্রি.তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০২/০৪/২০১৭ খ্রি.তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যথাযথ মনিটরিং ও তদারকি না থাকায় ভুয়া Memorandum of Understanding (MoU) এর বিপরীতে এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা সঠিক হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ চলমান মামলা জোরদার করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

তারিখ : ২৯.৬.১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ১৪.১০.২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্ট

নিরীক্ষা বছর : ২০১৪।
ঋণ গ্রহীতার নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম : ঢাকা ট্রেডিং হাউজ
ঠিকানা : মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয়ঃ এলটিআর ঋণের অনাদায়ির বিবরণীঃ

ঋণ গ্রহীতার নাম	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণের প্রকৃতি	ঋণ সীমা (লক্ষ টাকায়)	ঋণ বিতরণের তারিখ	আমদানিকৃত পণ্য(স্থানীয়)
১	২	৩	৪	৫	৬
ঢাকা ট্রেডিং হাউজ	তারিখঃ ০৩/০৪/২০১২ খ্রি. নং-০৯.১/০৬/২৮৫৫	এলটিআর	২২৫০.০০	০৯/০৪/২০১২ খ্রি.	ছোলা
	তারিখঃ ০৪/০৬/২০১২ খ্রি. নং-০৯.১/০৬/৪৫৪০	এলটিআর	২৫৫০.০০	০৬/০৬/২০১২ খ্রি.	গম
		মোট	৪৮০০.০০		

বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মেয়াদ	সুদের হার	আদায়যোগ্য টাকা (০৩/০৩/২০১৬খ্রি.) (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত টাকা (০৩/০৩/২০১৬খ্রি.) (লক্ষ টাকায়)
৭	৮	৯	১০	১১
২২৫০.০০	১৮০দিন	১৬%	২৬৩৪.৮৯	১২৩৮.৩২
২৫৫০.০০	৯০দিন	১৬%	২৯২৩.৪৬	১১২.৮৫
৪৮০০.০০			৫৫৫৮.৩৫	১৩৫১.১৭

ঋণ স্থিতি (০৩/০৩/২০১৬ খ্রি.)	জামানত	ঋণের শ্রেণিমান	ঋণ সুপারিশকারী ও মঞ্জুরকারী
১২	১৩	১৪	১৫
১৩,৯৬,৫৭,৪৭৬	(৬.০০+১.২৮) কোটি টাকা=৭.২৮ কোটি টাকার এফডিআর।	মন্দ ও ক্ষতিজনক	সুপারিশকারী-ব্যাংক ক্রেডিট কমিটি। মঞ্জুরকারী-ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ।
২৮,১০,৬১,১০৮		মন্দ ও ক্ষতিজনক	সুপারিশকারী-ব্যাংক ক্রেডিট কমিটি। মঞ্জুরকারী-ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ।
৪২,০৭,১৮,৫৮৪			

(কথায়: বিয়াল্লিশ কোটি সাত লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত চুরাশি টাকা)

(ক) ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।

(খ) অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব এবং যাচাইকারী দলের তথ্য অনুযায়ী ৪২,০৯,৩২,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

তারিখ : ২৯.৬.১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ১৪.১০.২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০২১-২২/২৫৫৬এ(৬)/৬৬৫ বই, ২০২১ খ্রিঃ

৯—